ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (৩০নং অংশ)

মন খুশি করার উপায়

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

(এই রিসালাটি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دامت برکاتہم العالیہ এর মাদানী মুযাকারা নং ২১ ও ২২ এর আলোকে **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন পদ্ধতি এবং অধিক নতুন বিষয়াবলী সংযোজনের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ পদ্ধতিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারা**য় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কীত প্রশ্ন করে থাকে আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদেরকে হিকমতপূর্ণ এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত আকর্ষণীয় এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাশে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাসিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা সমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** নামে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুষ্পগুচ্ছ পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অমূল্য সম্পদের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই রিসালায় যা গুনাবলী রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্নেহ ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই কারণে।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

১১ সফর ১৪৩৯ হিঃ/ ০১ নভেম্বর ২০১৭ ইং

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪	অধিনস্থ ইসলামী ভাইদের সাথে মিলেমিশে থাকুন	২১
মন খুশি করার উপায়	৪		
প্রথমে সালাম করা উচিৎ	৫	যদি কেউ তার বিধর্মী হওয়াটা প্রকাশ করে তবে কি করা উচিৎ?	২২
বৃদ্ধাঙ্গলি চাপ দিলে ভালবাসা সৃষ্টি হয়	৬	মাদানী কাজ বৃদ্ধির জন্য মাদানী কাফেলায় সফর	২৪
সাক্ষাতের সময় নেকীর দাওয়াত	৭		
খুশির সংবাদে সাধুবাদ	৮	আমীরে আহলে সুন্নাতের আত্মসম্মানবোধ	২৫
দুঃসংবাদে সমবেদনা	৯		
অন্যের মানসিকতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন	৯	মাদানী কাজের শুরু কখন ও কিভাবে হলো?	২৬
"মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" এর নিয়্যত	১০	আমীরে আহলে সুন্নাতের বাল্যকালের একটি অপ্রীতিকর ঘটনা	২৮
"মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" এর গুরুত্ব	১১	ছোট শিশুদের মসজিদে আনার বিধান	৩০
দরসে নিজামী গুরুত্বপূর্ণ নাকি মাদানী কাফেলায় সফর?	১২	উচ্চারণ বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি	৩০
		পীর ও মুর্শিদের ভালবাসা অর্জনের পদ্ধতি	৩২
মুখে প্রভাব কিভাবে সৃষ্টি হবে?	১৩		
মাদানী কাফেলায় সফরের কি নিয়্যত করা যায়?	১৫	"ইনফিরাদী কৌশিশ" এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব	৩৫
মানুষ ভাষা না বুঝলে মাদানী কাজ কিভাবে করবে?	১৭	"ইনফিরাদী কৌশিশ" করার পদ্ধতি	৩৬
না করা মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের একটি নিয়ম	১৯	"ইনফিরাদী কৌশিশ" করা সুন্নাত	৩৭
		হীনমন্যতা ও সংকোচ বোধের প্রতিকার	৪২
আমীরে কাফেলা কেমন হওয়া উচিৎ?	২০	"মাদানী পরিবেশ" এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং ছেড়ে দেয়ার কারণ সমূহ	৪৩

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মন খুশি করার উপায়

(অন্যান্য চমৎকার প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতার অলসতা দিক না কেন রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার যে উম্মত একনিষ্ঠ ভাবে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, তার জন্য দশটি নেকী লিখা হবে এবং তার দশটি গুনাহ মুছে দেয়া হবে।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মন খুশি করার উপায়

প্রশ্ন: কারো মন খুশি করার উপায় কি?

উত্তর: কারো মন খুশি করার জন্য একনিষ্ঠতা, উত্তম চরিত্র এবং সুন্দর আচরণের মালিক হওয়া আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তির মন খুশি করে তাকে প্রভাবিত করা

১. সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ, কিতাবু আমলিল ইয়াওমি ওয়াল লাইল, ৬/২১, হাদীস নং ৯৮৯২।

যেতে পারে। **মনে রাখবেন!** কারো মন খুশি করার উদ্দেশ্য যেনো তার থেকে নিজের জন্য উপকার লাভ করা না হয়, বরং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য তাকে দ্বীন ইসলামের নিকটবর্তী করাই যেনো উদ্দেশ্য হয়। দ্বীন ইসলাম আমাদেরকে এমন মূলনীতি জানিয়েছে যা অনুসরণ করে আমরা অন্যকে প্রভাবিত করে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে দ্বীন ইসলামের নিকটবর্তী করতে পারি। কয়েকটি মূলনীতি উপস্থাপন করা হলো:

প্রথমে সালাম করা উচিৎ

প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করুন, তাকে চিনুন বা না চিনুন যেমনটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: এক ব্যক্তি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে, ইসলামে কোন কাজটি উত্তম? ইরশাদ করলেন: মানুষকে আহার করানো এবং সালাম করা, হোক সে তোমার চেনা বা অচেনা।[১] তাছাড়া প্রথমে সালাম করা উচিৎ, কেননা তা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মুবারাকা। **"তাঁর** মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, যার সাথেই সাক্ষাত হতো তবে প্রথমেই সালাম করতেন।"[২] যদি আপনি সাওয়াবের নিয়্যতে এই সুন্নাতের প্রতি আমল করে ছোট বড় সকল মুসলমানকে প্রথমে সালাম করেন তবে অবশ্যই সে আপনাকে এবং আপনার প্রিয় সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি

১. বুখারী, কিতাবুল ইস্তাযান, বাবুল মা'রিফা ওয়া গাইরে মা'রিফা, ৪/১৬৭, হাদীস নং- ৬২৪৬।
২. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুব্বুন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ২/১৫৫, হাদীস নং-১৪৩০।

www.dawateislami.net

اِنْ شَآءَ الله প্রভাবিত হবে। প্রথমে সালাম করার পাশাপাশি মন খুশির নিয়্যতে যদি মুসাফাহা (করমর্দন) করার জন্য প্রথমে হাত বাড়িয়ে দেয়া হয় তবে এর জন্যও সাওয়াব অর্জিত হবে।

বৃদ্ধাঙ্গুল চাপ দিলে ভালবাসা সৃষ্টি হয়

হাত মিলানোর সময় হাতকে একেবারে ঢিলেঢালা করে দিবেন না বরং বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হালকাভাবে চাপ দিন, কেননা "বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটি শিরা আছে, যা চাপ দেয়াতে ভালবাসা সৃষ্টি হয়।"[১] বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হালকাভাবে চাপ দেয়া এবং নিজের দিকে টান দেয়াতে সে মনযোগী হবে অতঃপর মুখে মুচকী হাসি এনে নাম জানা অবস্থায় সুন্দরভাবে তার নাম বলে কুশল জিজ্ঞাসা করুন। যদি প্রথম সাক্ষাত হয় তবে তার নাম জিজ্ঞাসা করুন অতঃপর কুশলও জিজ্ঞাসা করুন। যখন কারো নাম ধরে তার সাথে সালাম ও কথাবার্তা বলা হয় তবে সে খুশি হয় এবং সে নৈকট্য অনুভব করে আর দ্রুত আকৃষ্ট হয়ে যায়।

সাধারনত আমাদের সমাজে কথাবার্তা বলার সময় একবার কুশল জিজ্ঞাসা করে নেয়াতে যথেষ্ট মনে করে না বরং বারবার এই কথাটি বলা হয়। যেমন; হাজি বিলাল আপনি ভাল আছেন, একেবারে ঠিকঠাক, বাড়িতে সবাই ভাল, আপনার সন্তানরা ভাল। এবার আর কিছু না থাকলে তখন জিজ্ঞাসা করা হয়: এবার বলুন কি অবস্থা? সম্বোধিত ব্যক্তিও ঠিক আছে ঠিক আছে বলতে থাকে আর এভাবে অনেক সময় এরূপ ঠিকঠাকে অতিবাহিত হয়ে যায়। যাই

১. রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল খতর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৬২৯।

www.dawateislami.net

হোক উভয়ের পক্ষ থেকে একই ধরনের বাক্য বলার পরিবর্তে সুন্দর সুন্দর বাক্যের ব্যবহার করা উচিৎ।

সাক্ষাতের সময় নেকীর দাওয়াত

বর্তমানে পরিবেশ এমন যে, সাধারনত লোকে সাক্ষাতের সাথেসাথেই অবস্থা জানা, ব্যবসায়িক কথাবার্তা এবং বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা শুরু করে দেয়, কিন্তু আপনি কখনোই এমন করবেন না বরং এই সুযোগকে গণিমত মনে করে নিজের এবং সম্বোধিত ব্যক্তির আখিরাতকে অনন্য বানানোর প্রেরণায় সাক্ষাতের সময় সময়োপযোগী নেকীর দাওয়াত প্রদান করুন। যদি সে বে-নামাযী হয় তবে তাকে নামাযের দাওয়াত দিন, যদি সে নামাযী তবে নিয়মিত জামাআত পড়ে না তবে তাকে জামাআত সহকারে প্রথম সারিতে নামায আদায় করার উৎসাহ প্রদান করুন। **মনে রাখবেন!** যদি কারো সম্পর্কে জানা নেই যে, সে বে-নামাযী বা শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে জামাআত বর্জনকারী তবে তার ব্যাপারে কু-ধারনা করবেন না এবং অনুসন্ধানও করবেন না আর তার কাছ থেকে নামায পড়া সম্পর্কে প্রশ্নও করবেন না। জামাআত সহকারে নামায আদায় করা এবং প্রথম সারির ফযীলত সম্বলিত কয়েকটি বর্ণনা হুবহু মুখস্ত করে নিন কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যাখ্যা কখনোই বর্ণনা করবেন না যাতে আপনার উৎসাহ দিতে সহজ হয় এবং শরয়ীভাবে ভুলও না হয়। অনুরূপভাবে সময় ও সুযোগ অনুযায়ী কিছু সুন্নাত বলুন, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিন, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী

কাফেলায় সফরের উৎসাহ প্রদান করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করুন। সাক্ষাতের সময় সুযোগ বুঝে যেমন; কথাবার্তার ফাঁকে কোন বিষয় ভুলে গেলে, স্মরণ আসছে না তবে "صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب" বলে নিজেও দরূদ শরীফ পড়ুন এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন اِنْ شَآءَ الله দরূদ শরীফ পড়ার বরকতে সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি ভুলে যাওয়া বিষয়ও স্মরন এসে যাবে, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত পাকে রয়েছে: যখন তোমরা কোন বিষয় ভুলে যাও, তবে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো اِنْ شَآءَ الله তা তোমাদের স্মরণে এসে যাবে।[১]

খুশির সংবাদে মোবারকবাদ জানানো

যদি সম্বোধিত ব্যক্তি কোন খুশির সংবাদ জানায় যেমন; সে বললো যে, আমার ঘরে শিশুর জন্ম হয়েছে তবে আপনি তাকে এভাবে মোবারকবাদ জানান: مَاشَآءَالله মুবারক হোক, **আল্লাহ পাক** আপনার বংশকে কিয়ামত পর্যন্ত আবাদ রাখুক, আপনার মাদানী মুন্নাকে মদীনার আশিক বানাক। অতঃপর সামর্থ্য থাকলে এবং শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা না হলে ১১২ টাকা বা যতটুকু সম্ভব হয় মাদানী মুন্নার জন্য প্রদান করুন। যদি সে তা নিতে না চাই তবে বলুন: ভাই! নিন, এটা মাদানী মুন্নার আগমনে আপনার জন্য উপহার। আপনার এরূপ করা তার সারা জীবন মনে থাকবে। অনুরূপভাবে সে বিবাহ বা বাগদানের সুসংবাদ জানালে তবে এতেও মুবারকবাদ দিন।

১. আল কওলুল বদী, বাবুল হামিস ফিস সালাতি আলাইহি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم.., ৪২৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

দুঃসংবাদে সমবেদনা জ্ঞাপন করা

যদি সে কোন হতাশা জনক সংবাদ শুনায় যেমন; কোন আত্মীয়ের ইন্তিকালের সংবাদ দেয় তবে তাকে সমবেদনা জানান, পিতামাতা বা নিজের অসুস্থতার কথা বললে তবে তাকে রোগের ফযীলত বলে সাহস ও ধৈর্য্য ধারন করার কথা বলে তার এবং তার পিতামাতার সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করুন। যদি তার শরীরে কোথাও ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখেন এবং সে না বললেও তবে আপনি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির নিয়্যতে তার সমব্যথী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, প্রিয় ইসলামী ভাই! আপনার কি হয়েছে? সম্বোধিত ব্যক্তি ভাবতে বাধ্য হয়ে যাবে যে, আমার ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় এতদিন হয়ে গেছে, আমার পরিবারের লোকেরাও আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি কিন্তু **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা এত সমবেদনা ও সমব্যথী যে, দেখতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলো। অতঃপর পরে আবারো যখন সাক্ষাত হবে বা সময় বের করে তার ঘরে গিয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করুন এবং জিজ্ঞাসা করুন যে, এখন আপনার শরীর কেমন? এমনিভাবে اِنْ شَآءَالله সে অবশ্যই আপনার প্রতি প্রভাবিত হবে।

অন্যের মানসিকতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন

সাক্ষাতের সময় সম্বোধিত ব্যক্তির মানসিকতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যদি তার চাকরীর সময় হয়েছে বা প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে অথবা প্রচন্ড প্রশ্রাবের বেগ এসেছে কিংবা সে অন্য কোন কষ্টের কারণে উদ্বিগ্ন এবং বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে তবে তাকে " اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ.فِيْ اَمَانِ الله " বলে সুন্দরভাবে বিদায়

www.dawateislami.net

দিন। এতে তার মন অনেক খুশি হবে এবং ভবিষ্যতে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চাইবে। যদি আপনি তার মানসিকতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখেন এবং তার উদ্বেগের পরও তাকে বসিয়ে রাখেন তবে ভবিষ্যতে সে আপনাকে দেখেই অন্য পথ ধরবে।

"মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" করার ক্ষেত্রে নিয়্যত

প্রশ্নঃ "মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" করাতে কি নিয়্যত হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ "মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" অসংখ্য নেক আমল শিখা ও শিখানোর মাধ্যম, তাই এতে অবশ্যই ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া উচিৎ, কেননা ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন নেক আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না। অতঃপর ভাল নিয়্যত যতবেশি হবে, সাওয়াবও ততবেশি হবে। এটি এই উদাহরন দ্বারা বুঝে নিন যে, আপনি পানিতে চিনি মিশিয়ে দিলে তা শরবত হয়ে যাবে। যদি এতে অন্য কিছু যেমন; বাদাম, পেস্তা, দুধ এবং বরফ ইত্যাদি দেন তবে এর গুণগতমান এবং স্বাদ আরো বৃদ্ধি পাবে, যেমনিভাবে চিনির শরবতে অন্যন্য জিনিস দেয়াতে এর স্বাদ ও গুনগতমান বৃদ্ধি পায়, তেমনিভাবেই নেক আমলে নিয়্যত বেশি হওয়াতে সাওয়াবও বৃদ্ধির মাধ্যম। যাই হোক! "মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" এ সর্বপ্রথম **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যত থাকা উচিৎ। এই কোর্সে ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ হয়

www.dawateislami.net

তাই ইলমে দ্বীন শিখার এবং অপরকে শিখানোর নিয়্যতও করা যেতে পারে। "মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজকে দ্রুতগামি করার অনন্য মাধ্যম। তাই এর মাধ্যমে মাদানী কাজের সাড়া জাগানো, মানুষের আখিরাত উত্তম বানানো এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতও করা যেতে পারে।[১]

"মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" করার গুরুত্ব

প্রশ্ন: "মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" করা প্রয়োজন কেনো?

উত্তর: দুনিয়ার যেকোন কাজ করার পূর্বে শিখতে হয়। যদি কেউ না শিখে কোন কাজ করার চেষ্টা করে তবে সঠিকভাবে তা করতে পারবে না, যেমন; যে ব্যক্তি দর্জি নয়, তাকে যদি কাপড় সেলাই করতে দেয়া হয় যে, একে জামা বা পাজামা বানিয়ে দাও তবে সে জামা বা পাজামা বানানো তো দূর কাপড়ই নষ্ট করে দিবে। কেননা সে এই কাজ করতেই জানে না। এই কারণেই সেলাই কাজ করার জন্য দর্জির কাছে যেতেই হবে এবং দালান বানানোর জন্য রাজমিস্ত্রির সাহায্য নিতে হবে। যদি দুনিয়াবী কাজ সঠিকভাবে করার জন্য শিখতে হয়, তবে দ্বীনের কাজ আরো বেশি শিখা উচিৎ, যাতে সঠিকভাবে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন করে দ্বীনের কাজ করা যায়।

---

১. বর্তমানে "মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" এর স্থলে ১২ দিনের "আমল সংশোধন কোর্স" করানো হয়। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

www.dawateislami.net

"মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" এ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র স্থায়ীত্ব, কেননা **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে,** اِنْ شَآءَ الله।" এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে সফল হওয়ার জন্য "মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" খুবই প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালার উচিৎ যে, তারা যেনো "মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স" অবশ্যই করে, হোক সে যেকোন মজলিশের নিগরান বা রুকন (সদস্য) অথবা যেকোন সাধারন যিম্মাদার ইসলামী ভাই হোক। যখন আপনারা এই কোর্স করবেন তখন اِنْ شَآءَ الله **দা'ওয়াতে ইসলামী** আরো উন্নতি লাভ করবে এবং এর মাদানী কাজ সুদৃঢ় হবে।

দরসে নিজামী গুরুত্বপূর্ণ নাকি মাদানী কাফেলায় সফর?

প্রশ্নঃ দরসে নিজামী করা গুরুত্বপূর্ণ নাকি মাদানী কাফেলায় সফর করা?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে দরসে নিজামী করার অনেক গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যতগুলো মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা রয়েছে, যাতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাজারো শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন অর্জন করছে, এতে মাদানী কাফেলার বরকতও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রথম দিকে যখন মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা ছিলো না, তখনও মাদানী কাফেলা **আল্লাহ**র রাস্তায়

সফর করতো, মাদানী কাফেলার বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী** সফলতার সিঁড়ি অতিক্রম করে যাচ্ছে এবং এই মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত হয়। দরসে নিজামীও করুন, ফরয উলুমও অর্জন করার জন্য ব্যক্তিগত অধ্যয়নও করুন এবং নিজের মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে নিজের সংশোধনের চেষ্টার পাশাপাশি সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার জন্য মাদানী কাফেলায়ও সফর করুন।

মুখে প্রভাব কিভাবে সৃষ্টি হবে?

প্রশ্নঃ মুখে এমন প্রভাব কিভাবে সৃষ্টি হবে যে, আমরা যাকেই মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিই, সে **আল্লাহ**র রাস্তায় মুসাফির হয়ে যাবে?

উত্তরঃ মুখে প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য একনিষ্ঠতা শর্ত। আমাদের কাজ একনিষ্ঠতার সহিত সুন্দরভাবে অপর ইসলামী ভাই পর্যন্ত নেকীর দাওয়াত পৌঁছানো, তাকে আমলের তৌফিক প্রদানকারী **আল্লাহ পাকেরই** পবিত্র সত্তা। যদি আপনি কাউকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করলেন, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার মানসিকতা প্রদান করলেন, কিন্তু সে প্রস্তুত হলো না তবে আপনি কখনোই মন ছোট করবেন না, সম্বোধিত ব্যক্তি সম্পর্কেও আপনার মনে এই বিষয়টি আনবেন না যে, অনেক পাষাণ ব্যক্তি, এর মন

www.dawateislami.net

পাথরের চেয়েও বেশি শক্ত ইত্যাদি, বরং এতে নিজের একনিষ্ঠার অভাব মনে করে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন এবং বিনয় সহকারে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়াও করতে থাকুন যে, হে **আল্লাহ**! আমার কথায় প্রভাব দান করে দাও এবং আমার নেকীর দাওয়াতের ত্রুটিগুলোকে দূর করে মানুষের তা গ্রহণ করার তৌফিক দান করো। আপনার এই একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা সহকারে দোয়া করতে থাকা একদিন না একদিন অবশ্যই কাজ দেবে এবং আপনি আপনার চোখে اِنْ شَآءَ الله এর মাদানী প্রতিফল দেখবেন।

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن একনিষ্ঠ হওয়ার পাশাপাশি ইলম ও আমল এবং উত্তম চরিত্রের অনুসারীও ছিলেন, তাঁদের মুখের কথা এমন প্রভাবময় ছিলো যে, যাকেই নেকীর দাওয়াত দিতেন তাঁদের কথা প্রভাবময় তীর হয়ে সম্বোধিত ব্যক্তির অন্তরে গেঁথে যেতো, এই কারণেই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن অনন্য প্রচেষ্টায় কাফেররা কলেমা পাঠ করে ইসলামের গন্ডিতে এসে যেতো।

জিস ওয়াক্ত সুন্নাতোঁ কা মে করনে লাগো বয়াঁ,
এ্যয়সা তাসির হো পয়দা জু দিল কো হিলা সাকে।
মেরে যবান মে ওহ আচর দেয় খোদায়ে পাক,
জু মুস্তফা কে ইশক মে সব কো রুলা সাকে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

মাদানী কাফেলায় সফরের কি নিয়্যত করা যায়?

প্রশ্নঃ মাদানী কাফেলায় সফর শিখা ও শিখানোর নিয়্যতে করা উচিৎ নাকি এই নিয়্যতে যে, অন্যান্য মুসলমান পর্যন্ত নেকীর দাওয়াত পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব?

উত্তরঃ একটি কাজে অনেক নিয়্যত করা যেতে পারে। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিশ্চয় যে ইলমে নিয়্যত জানে, সে এক একটি কাজে নিজের জন্য অনেক নেকী অর্জন করে নিতে পারে।[১] তাই অবস্থা অনুযায়ী যতবেশি সম্ভব নিয়্যত করে নিন যে, যতবেশি নিয়্যত হবে সাওয়াব ততবেশি হবে। সর্বপ্রথম এই নিয়্যত করে নিন যে, আমি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করছি। মাদানী কাফেলা নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার একটি অনন্য মাধ্যম। তাই নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার করার নিয়্যতে মাদানী কাফেলায় সফর করুন।

(শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) যখনই মাদানী কাফেলায় সফর করবেন তবে নিজের প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরও মানসিকতা নিয়ে যান, যদি শুধুমাত্র অন্যদের প্রশিক্ষণের মানসিকতা নিয়ে যান তবে হতে পারে যে,

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৬৭৩।

www.dawateislami.net

আপনি সমস্যায় পড়ে যাবেন, যেমন; একবার আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার পর পাঞ্জাবের ইসলামী ভাইদের একটি মাদানী কাফেলা সিন্দু প্রদেশের একটি গ্রামে গেলো। এক বা দুইদিন পর মাদানী কাফেলা ফিরে এলো। যখন তাদের সাথে সাক্ষাত হলো এবং ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তারা বললো: আমাদেরকে এমন একটি গ্রামে পাঠানো হয়েছিলো যেখানে সবাই সিন্ধি ইসলামী ভাই ছিলো, তারা না আমাদের ভাষা বুঝছিলো আর না আমরা তাদের ভাষা বুঝছিলাম, এই কারণেই আমরা বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছি। আমি তাদেরকে আফসোস প্রকাশ করলাম এবং বললাম যে, আপনারা যদি মাদানী কাফেলায় সফর **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি, সাওয়াব অর্জন এবং নিজের কবর ও আখিরাতের উন্নতির জন্যই করতেন, তবে আপনাদের পুরো সময় শিখা ও শিখানোই অতিবাহিত হয়ে যেতো। অতঃপর ইসলামী ভাইয়েরা অনুভব করলো এবং তারা আবারো মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি নিজের প্রশিক্ষণের মাদানী মানসিকতা নিয়ে মাদানী কাফেলায় সফর করা হয় তবে স্থানীয় লোকেরা যেকোন সম্প্রদায়ের এবং যেকোন ভাষার হোক না কেন, তবে আপনাদের সমস্যায় পড়তে হবে না। আমাদের এই দায়িত্ব নয় যে, যেখানে আমাদের মাদানী কাফেলা সফর করবে সেখানকার মানুষকে শিখিয়েই আসতে হবে, আমাদের কাজ হলো চেষ্টা করা, তবে এমনও হওয়া উচিৎ নয় যে, আপনারা মসজিদ থেকে বাহিরও হলেন না যে, তারা অন্য ভাষায় কথা বলে, তারা আমাদের আর

www.dawateislami.net

আমরা তাদের ভাষা বুঝবো না? আমাদের সাহাবায়ে কিরামগণরাও رِضْوَانُ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين দুনিয়ার সকল ভাষা শিখেন নাই কিন্তু ইসলামের বার্তা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন এবং দ্বীনে ইসলামকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এটা এই পবিত্র মনিষীদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ফলাফল যে, আজ اَلْحَمْدُ لِلّٰه সারা দুনিয়ায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে আছে এবং ইসলামের বাগান সতেজ ও শ্যামল পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মানুষ ভাষা না বুঝলে মাদানী কাজ কিভাবে করবে?

প্রশ্নঃ যদি মাদানী কাফেলা এমন স্থানে সফর করে যেখানে স্থানীয় লোকেরা না আমাদের ভাষা বুঝে আর না আমরা তাদের ভাষা বুঝছি, তবে সেখানে মাদানী কাজ কিভাবে করা যায়?

উত্তরঃ যদি মাদানী কাজের প্রেরণা থাকে তবে পথ স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে এবং **আল্লাহ পাক** উপায় সৃষ্টি করে দিবেন। কোন কৌশল অবলম্বন করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে নিজেদের সাথে ঘনিষ্ট করে নিন। অতঃপর সেখানে এমন লোক খুঁজে বের করুন যে কিছু না কিছু আপনার ভাষা বুঝে, এভাবে তার মাধ্যমে আপনি মাদানী কাজ করতে সফল হয়ে যাবেন এবং মাদানী কাজের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি, যেমনটি "একবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি মাদানী কাফেলা চীন গেলো। সেখানকার লোকেরা মাদানী কাফেলা ওয়ালাদের ভাষা বুঝতো না এবং মাদানী কাফেলা ওয়ালারা

তাদের ভাষা জানতো না। মাদানী কাফেলা ওয়ালারা অনেক চিন্তা ভাবনা করলো যে, এদেরকে কিভাবে আয়ত্তে আনা যায়, অবশেষে এক ইসলামী ভাই যে সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী নাত খাঁও ছিলো তিনি কসীদায়ে বুরদা শরীফ পাঠ করা শুরু করলো, তখন সেখানকার লোকেরা মসজিদে জমা হতে লাগলো। কসীদা বুরদা শরীফ শুনে অনেকের চোখে অশ্রু এসে গেলো। ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের অবস্থা এমন ছিলো যে, তারা জুতা পরেই মসজিদে আসতো। মিসওয়াক শরীফের কোন কল্পনাই ছিলো না। মাদানী কাফেলা ওয়ালারা ইশারাতেই তাদেরকে মসজিদের বাইরে জুতা খুলে রাখার পদ্ধতি বুঝালো এবং প্রাকটিক্যাল করেও দেখালো যে, মসজিদের এই অংশে জুতা পরে না, অতঃপর তাদেরকে নিকটস্থ জঙ্গলের গাছের ডাল ভেঙ্গে মিসওয়াক বানানো এবং ইশারায় করতে শিখালো যে, এটা পয়গম্বরের সুন্নাত (তারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শুধুমাত্র পয়গম্বর বলে থাকে)। কিছুদিন পর সেখানে উর্দু ও ইংরেজী জানা কিছু মুসলমান পেয়ে গেলো। অতঃপর তাদের মাধ্যমে সেই এলাকাবাসীদের প্রতি আরো প্রচেষ্টা চালানো হলো তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক কাফেরও মুসলমান হয়ে ইসলামের ছায়াতলে এসে গেলো। ধীরে ধীরে মাদানী কাজে উন্নতি আসতে লাগলো। অতঃপর মাদানী কাজকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য সেখানকার এক স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের ঘরে সাপ্তাহিক ইজতিমাও শুরু করে দেয়া হলো।”

www.dawateislami.net

মকবুল জাহাঁ ভর মে হো দা'ওয়াতে ইসলামী,
সদকা তুঝে এ্যয় রাব্বে গাফফার মদীনে কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

না করা মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের একটি নিয়ম

প্রশ্নঃ এমন মাদানী ইনআমাত যার উপর মাদানী কাফেলায় সফরের কারণে আমল করতে পারেনি যেমন; পিতামাতার হাতে চুম্বন করা, ঘরে দরস দেয়া ইত্যাদি, তবে কি কাফেলায় সফরের সময় এই মাদানী ইনআমাতের আমল হয়ে যাবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! যদি ঘরে এরূপ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করায় অভ্যস্ত হয় তবে মাদানী কাফেলা ইত্যাদিতে সফরের সময় এরূপ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে বলে মেনে নেয়া হবে, যেমনটি মাদানী ইনআমাতের রিসালার ২য় পৃষ্ঠায় ৪ নং নিয়মে এই সুবিধা বিদ্যমান রয়েছেঃ এমন কিছু মাদানী ইনআমাত রয়েছে, যার উপর বাস্তবিক অপারগতা থাকার কারণে আমল করার কোন প্রকার সুযোগ হয় না অথবা ঐ সময়ে অন্য মাদানী কাজের ব্যস্ততা থাকে, যেমন; যিম্মাদার অন্যান্য মাদানী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে মাদানী ইনআম যেমন; প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি অথবা মা বাবার মৃত্যুর কারণে কিংবা তাঁদের বসবাস ভিন্ন শহরে হওয়ায় তাঁদের হাত চুম্বন করা থেকে এবং অশিক্ষিত হওয়ার কারণে লিখে কথাবার্তা বলা থেকে বঞ্চিত হলেন, তবুও সাংগঠনিক নিয়মানুযায়ী আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে।

www.dawateislami.net

তুম মাদানী কাফেলোঁ মে এ্যয় ইসলামী ভাইয়োঁ!
করতে রাহো হামেশা সফর খোশদিলি কি সাথ।
আপনায়ে জু সদা কেলিয়ে মাদানী ইনআমাত,
মেরী দোয়া হে খুলদ মে জায়ে নবী কে সাথ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

আমীরে কাফেলা কেমন হওয়া উচিৎ?

প্রশ্নঃ আমীরে কাফেলা কেমন হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ আমীরে কাফেলাকে খুবই গম্ভীর, সৎচরিত্রবান, মাদানী ইনআমাতের অনুসারী, মুখ, চোখ এবং অন্যান্য অঙ্গের কুফ্‌লে মদীনা লাগানোকারী, ইসলামী ভাইদের কল্যাণকামী এবং নিজের অধিনস্থদের সাথে একই সম্পর্ক স্থাপনকারী হওয়া উচিৎ। আমীরে কাফেলা এমন হবে, যে স্বয়ং কষ্ট করবে কিন্তু নিজের অধিনস্থ ইসলামী ভাইদের প্রশান্তি দিবে। গাড়িতে আরোহন করার সময় প্রথম সবাইকে জোর করে বসাবে অতঃপর অবশেষে নিজে বসবে, যদি বসার জায়গা না থাকে তবে দাঁড়িয়ে যাবে। এমন যেনো না হয় যে, প্রথমেই উঠে নিজের সিটে বসে যাবে এবং নিজের অধিনস্থ ইসলামী ভাইদের কোন পরোয়া করলো না। মাদানী কাফেলায় নিজের অধিনস্থ ইসলামী ভাইদের খেদমত করবে এবং সর্বাবস্থায় তাদেরকে প্রশান্তি দিবে। ফিরে আসার সময় মাদানী কাফেলার সকল অংশগ্রহণকারীকে আলাদা আলাদা ভাবে পায়ে ধরে (যদি শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে) ক্ষমা চেয়ে নিন। এতে মাদানী কাফেলার অংশগ্রহণকারীদের উপর অনেক বড় প্রভাব পড়বে।

www.dawateislami.net

(শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰه যখন আমি মাদানী কাফেলায় সফর করতাম, তখন প্রথমে কাফেলায় অংশগ্রহণকারীদেরকে বাসে উঠাতাম অতঃপর শেষে আমি বাসে উঠতাম। যদি বাসে সিট না পাই তবে ইসলামী ভাইদের পায়ের নিচে বসে যেতাম, যদি সুজুকী ইত্যাদিতে কোথাও যেতে হতো তবে ইসলামী ভাইদের সবাইকে বসিয়ে যদি সিট না থাকতো তবে দাঁড়িয়ে যেতাম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথমদিকে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার মাদানী কাফেলায় অংশগ্রহণকারীদের অনেক খেদমত করার সুযোগ হয়। প্রথমদিকে নিরাপত্তার এতো নিয়ম ছিলো না, তাই মাদানী কাফেলায় সফর, সম্মিলিত ইতিকাফের হালকায় অংশগ্রহণ এবং অসুস্থ ইসলামী ভাইদের দেখতে যাওয়া সহজ ছিলো কিন্তু এখন অবস্থার প্রেক্ষিতে তা অসম্ভব হয়ে গেছে। এখন হাজারো ইসলামী ভাই ইতিকাফ করে, সকলের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে যাওয়া এবং সকলের নিকট গিয়ে অবস্থা জিজ্ঞাসা করা খুবই কঠিন, তবে এখনো মজলিশের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা রয়েছে যে, যেই অসুস্থ ইসলামী ভাইয়ের নাম ইত্যাদি এসে যায় তাদের নিকট সমবেদনার জন্য আমার চিঠি পাঠানো হয়।

অধিনস্থ ইসলামী ভাইদের সাথে মিলেমিশে থাকুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি ইসলামী ভাইদের সাথে এমনভাবে মিশে যেতাম যেনো লোকেরা আমাকে চিনতে না পারে যে, "ইলইয়াস কাদেরী" কে? অনেকবার তো এমনও হয়েছে যে, লোকেরা আমাকেই জিজ্ঞাসা করতো যে, "ইলইয়াস কাদেরী" কবে আসবে?

www.dawateislami.net

এই ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো যে, আমীরে কাফেলা বা হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরান যেনো নিজের অধিনস্থ ইসলামী ভাইয়ের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং নিজের অধিনস্থদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে খেয়াল রাখে। যদি অসুস্থ হয় তবে তাদের সেবা করে, যতটুকু সম্ভব এবং যদি শরয়ী কোন বাঁধা না থাকে তবে প্রত্যেকের কাছ থেকে কুশল জিজ্ঞাসা করুন যাতে কারো মনে এই বিষয়টি না আসে যে আমার শরীর ভাল নয় এবং তিনি জানেনও তারপরও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। সকল ইসলামী ভাই এবং বিশেষকরে আমীরে কাফেলা এবং নিগরান ইসলামী ভাইদের উচিৎ যে, তারা যেনো মিশুক এবং কল্যাণকামনার মানসিকতা বানায় এবং নিজের মুখে মুচকী হাসি রাখে। একেবারে তুলার মতো নরম এবং বরফের মতো শীতল হয়ে যান اِنْ شَآءَ الله আপনার অধিনস্থ ইসলামী ভাইয়ের আপনার প্রতি প্রভাবিত হবে এবং মাদানী কাজেও প্রসার লাভ করবে। যদি আপনি কঠোর স্বভাবের এবং রাগী হন তবে আপনার কারণে দ্বীন ইসলামের মহান মাদানী কাজে ক্ষতি হবে।

আল্লাহ ইস সে পেহলে ঈমাঁ পে মউত দেয় দেয়,
নুকসাঁ মেরে সবব সে হো সুন্নাতে নবী কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

যদি কেউ তার বিধর্মী হওয়াটা প্রকাশ করে তবে কি করা উচিৎ?

প্রশ্নঃ অনেক সময় মাদানী কাফেলায় ইনফিরাদী কৌশিশ বা নেকীর দাওয়াত দেয়ার পর সম্বোধিত ব্যক্তি বলে দেয় যে, আমি

বিধর্মী। তখন আমাদের মুবাল্লিগগণ চুপ হয়ে যায়। তখন মুবাল্লিগদের কি করা উচিৎ?

উত্তরঃ অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া সবার কাজ নয়, সুতরাং ইনফিরাদী কৌশিশ বা নেকীর দাওয়াত দেয়ার সময় যদি কেউ নিজেকে অমুসলিম (ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং হিন্দু ইত্যাদি) হিসেবে প্রকাশ করে তবে মুবাল্লিগের উচিৎ সাহস করে নম্রতা সহকারে শুধু এতটুকু বলে দেয় যে, আমরা আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নিন। যদি সে বলে, আমি মুসলমান হয়ে গেলে তবে আমি কি পাবো? তবে বলে দিন, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় জান্নাত পাবেন। এবার যদি সে বলে, আমি মুসলমান হতে চাই তবে সাথেসাথেই তাকে পূর্বের ধর্ম থেকে তাওবা করিয়ে কলেমা পাঠ করিয়ে দিন। কোন আলিমে দ্বীন, পীর সাহেব বা মসজিদের ইমামের নিকট নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় কখনোই দেরী করবেন না। হ্যাঁ! যদি সে নিজেই বলে যে, আমাকে আলিমে দ্বীনের নিকট নিয়ে চলুন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিবো তবে এবার যেহেতু চাহিদা অমুসলিমের পক্ষ থেকে সুতরাং কোন আলিমে দ্বীনের নিকট নিয়ে যেতে দেরী হওয়ার জন্য সে গুনাহগার হবে না বরং সাওয়াবের অধিকারী হবে। কলেমা পাঠ করে নেয়ার পর তাকে একা ছেড়ে দিবেন না বরং তাকে অবশ্যই দ্বীন সম্পর্কে জানান অথবা কোন সুন্নি আলিমে দ্বীনের নিকট নিয়ে যান যিনি তাকে দ্বীন ইসলামের

www.dawateislami.net

মৌলিক বিষয়াবলী শিখাবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে হওয়া "নও মুসলিম কোর্স" (New muslim course)ও করানো যেতে পারে। আপনি নিজে তার সাথে যোগাযোগ রাখুন বা তাকে অন্য কারো নিকট সমর্পন করে দিন, যে তার সাথে যোগাযোগ রাখবে যাতে সে শয়তানের প্রতারনা থেকে বেঁচে দ্বীন ইসলামের উপর অটল থাকতে পারে। যদি এরূপ না হয় বরং অমুসলিম আপনার কাছ থেকে দলীল চায় বা তর্ক করে এবং নিজের কুফরী আকীদার সপক্ষে দলীল উপস্থাপন করে তবে আপনি তার সাথে কখনোই তর্ক করবেন না বরং সেই শহরের কোন বড় সুন্নি আলিমে দ্বীনকে দেখিয়ে দিন, যিনি তার ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি জানেন যে, সে কি কি অভিযোগ করতে পারে এবং এই অভিযোগের উত্তর কি?

মাদানী কাজ বৃদ্ধির জন্য মাদানী কাফেলায় সফর

প্রশ্নঃ যদি নিজের এলাকায় মাদানী কাজ না হয় তবে কি প্রথমে নিজের এলাকায় মাদানী কাজ বৃদ্ধি করবে নাকি মাদানী কাফেলায় সফর করবে? বলা হয় যে, যদি ঘরে আগুন লাগে তবে প্রথমে তা নিভানো উচিৎ।

উত্তরঃ ঘরে আগুন লাগলে প্রথমে তা নিভানো উচিৎ এটাতো ঠিক কিন্তু আগুন নিভানোর জন্য তা জানাও থাকতে হবে। এমন যেনো না হয় যে, আগুন নিভানোর জন্য এতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আগুন তো নিভলো না এবং নিজেও জ্বলে পুড়ে মারা গেলো। যে এলাকায় মাদানী কাজ একেবারেই নাই বা কম

www.dawateislami.net

তবে সেই এলাকার ইসলামী ভাইদের অধিকহারে মাদানী কাফেলায় সফর করানো উচিৎ। মাদানী কাফেলায় সফর করাতে মাদানী কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে, কেননা সেই এলাকার যেই ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার মুসাফির হবে তবে সে মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে নিজের এলাকায় নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিবে আর ইসলামী ভাইদের মাদানী ইনআমাতের আমলকারী এবং মাদানী কাফেলায় মুসাফির বানানোর চেষ্টা করবে, যার দ্বারা এলাকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ বৃদ্ধি পাবে।

মুঝ কো জযবা দেয় সফর করতা রাহো পরওয়ার দিগার,
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বার বার। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

আমীরে আহলে সুন্নাতের আত্মসম্মানবোধ

প্রশ্নঃ শুনেছি আপনি মাদরাসা ইত্যাদির খাবার খান না?

উত্তরঃ (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি শুরু থেকেই এই মানসিকতা তৈরী করে নিয়েছি যে, আমি মাদরাসার খাবার খাবো না এবং মাদরাসার কোন কিছু যেমন; টেলিফোন ইত্যাদি আমার ব্যক্তিগত কারণে ব্যবহার করবো না। প্রথমদিকে যখন আমাদের মাদানী কাফেলা মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত মসজিদে অবস্থান করতো তখনও মাদরাসার খাবার খেতে অনেক সংকোচ বোধ হতো, কেননা সাধারনত মাদরাসা যাকাত, সদকা এবং অনুদান ইত্যাদিতে চলে। আমরা মাদানী কাফেলায় সফর করে

www.dawateislami.net

কাউকে দয়া তো করিনি বরং নিজের আখিরাত সজ্জিত করার জন্য **আল্লাহ**র রাস্তায় সফর করছি। যদি ঘরে আমরা নিজেরটাই খাই তবে মাদানী কাফেলায় কেনো নিজেরটা খাবো না। নিয়ম অনুযায়ী যারা মাদরাসার খাবার খাওয়ার অনুমতি রয়েছে তারা খেতে পারবে কিন্তু আমি তবুও মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার খাবার খাই না। আপনারাও নিজের মাঝে একনিষ্ঠতা ও অল্পেতুষ্টিতা সৃষ্টি করুন, যখন আপনারা একনিষ্ঠ ও অল্পেতুষ্ট হয়ে যাবেন তখন اِنْ شَآءَ الله দ্বীনের কাজও আরো বেশি সুচারু রূপে করতে পারবেন এবং আপনাদের মুখে প্রভাবও সৃষ্টি হবে।

মাদানী কাজের শুরু কখন ও কিভাবে হলো?

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের শুরু কখন ও কিভাবে হলো?

উত্তরঃ (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰه যখন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই নামায পড়া এবং মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ ছিলো, আমি এবং অন্যান্য ছেলে মিলে মানুষদের নামাযের জন্য ঘর থেকে ডাকতে যেতাম। আমার ছোট বেলা থেকেই নাত এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করার অনেক শখ ছিলো। আমি আমার মহল্লার বাদামী মসজিদে (গোশত মার্কেট, খারাদার, ওল্ড

www.dawateislami.net

বাবুল মদীনা করাচী) নামায পড়তাম, যাতে আযানের পূর্বে দরূদ ও সালামের আওয়াজ আসতো এবং অন্তরকে প্রভাবিত কতো। প্রতি বছর রবিউল আউয়ালের সুবর্ণ সময়ে ধুমধামের সহিত জশনে বিলাদত উৎযাপন করা হতো এবং মুয়ে মুবারকও (চুল মুবারক) যিয়ারত করানো হতো, তখন আমি প্রবল আগ্রহে এতে অংশগ্রহণ করতাম। অনুরূপভাবে প্রতি বছর মুবারক দিন সমূহ যেমন; মুহাররামুল হারামের দশদিন, রবিউল আখিরে গেয়ারভী শরীফের এগারো দিন এবং রবিউল আউয়ালে বারভী শরীফের বারোদিন বয়ান হতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দশদিন, এগারোদিন, বারোদিন এবং অন্যান্য মুবারক সময়ে অনুষ্ঠিত বয়ান সমূহের মিষ্টতা এবং নিয়াযের শিরনী আমার অন্তরে দাগ কেটে যায়। জুমা মুবারক এবং অন্যান্য সময়ে হওয়া সালাত ও সালাম পাঠ করা হলে তখন আমিও অন্যান্য শিশুদের সাথে আগে আগে পৌঁছে যেতাম এবং সালাত ও সালাম পাঠকারীর নিকটে দাঁড়িয়ে যেতাম। আমার নাত শরীফ পাঠ করার পাগলের মতো আগ্রহ ছিলো এবং নাত শরীফ পাঠ করার জন্য নাতের মাহফিলগুলোতে অংশগ্রহণ করতাম। এভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার বাল্যকাল থেকেই উত্তম সহচর্য ও উত্তম মানসিকতা নসীব হয়েছিলো।

অতঃপর ধীরে ধীরে অনুভুতি বাড়তে লাগলো এবং মুসলামানদের বিকৃত অবস্থা, গুনাহের আক্রমণ, চারিদিকে অশ্লিলতার আধিক্য, মসজিদের বিরান হওয়া, নামায ও সুন্নাত

থেকে দূরত্ব ইত্যাদি এমন অনেক কারণ রয়েছে যার কারণে আমার অন্তরে **আল্লাহ পাকের** দয়া এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানক্রমে নেকীর দাওয়াত দেয়ার প্রেরণা জাগ্রত হলো। শাওয়ালুল মুকাররম ১৪০১ হিজরী অনুযায়ী ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের শুরু হয়। **আল্লাহ পাক** আশিকানে রাসূলের এই মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করেন এবং এই মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব, ঈমান সহকারে সবুজ গম্বুজের নিচে **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় শাহাদত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **আপন মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরা শুকর মওলা দিয়া মাদানী মাহোল, না ছুটে কভী ভি খোদা! মাদানী মাহোল।
কিয়ামত তলক ইয়া ইলাহী! সালামত, রাহে তেরে আত্তার কা মাদানী মাহোল
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

আমীরে আহলে সুন্নাতের বাল্যকালের একটি অপ্রীতিকর ঘটনা

প্রশ্নঃ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রতি আরয যে, আপনার বাল্যকালের এমন কোন ঘটনা বর্ণনা করুন, যার কারণে আপনি মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন?

উত্তরঃ (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর একটি দুঃখজনক ঘটনা বর্ণনা করে বলে:) "একবার বারভী

শরীফের সময় চুল মুবারকের যিয়ারত করানো হচ্ছিলো এবং পরিশেষে সালাত ও সালাম পাঠ করা হলো, তখন আমিও অন্যান্য শিশুদের মতো এই সময় চলে আসলাম। সালাত ও সালামের পর যোহরের আযান হলো অতঃপর যখন নামাযের জন্য সারিবদ্ধ হওয়া শুরু হলো তখন আমি প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন এক বৃদ্ধ লোক আসলো, তিনি খুবই জোরে আমার বাহু ধরলো এবং ধমক দিয়ে আমাকে সেখান থেকে বের করে দিলো। আমি এতে খুবই দুঃখ পেলাম এবং আমার মনে কষ্ট পেলাম কিন্তু তবুও **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আমি মসজিদ ছাড়িনি, অন্যথায় এরূপ অবস্থায় শয়তান বিচ্যুত করে মসজিদ থেকে এমন দূরে করে দেয় যে, সম্ভবত বান্দা জীবনেও মসজিদের দিকে যাবে না।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পেলাম যে, যদি শিশুরা মসজিদে আসে তবে তাদের ধমকিয়ে মসজিদ থেকে বের করা উচিৎ নয়, যদি কেউ ভুল করে তবে তাদের সুন্দরভাবে প্রেম ও ভালবাসা সহকারে বুঝিয়ে দিন, যাতে সে ভবিষ্যতে এথেকে বিরত থাকে। যদি আপনি তাদের ধমক দিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দেন তবে হতে পারে যে, তাদের মন ভেঙ্গে যাবে এবং তারা আর কখনো মসজিদের দিকে আসবেও না।

ছোট শিশুদের মসজিদে আনার বিধান

প্রশ্নঃ ছোট শিশুদের কি মসজিদে আনা যাবে?

উত্তরঃ এত ছোট শিশু যাদের দ্বারা অপবিত্রতার (অর্থাৎ প্রশ্রাব করে দেয়ার) আশংকা থাকে এবং পাগলকে মসজিদের ভেতর নিয়ে যাওয়া হারাম, যদি অপবিত্রতার আশঙ্কা না থাকে তবে মাকরূহ।[১] এরূপ শিশু বা পাগল অথবা বেহুঁশ কিংবা যার উপর জ্বীন ভর করেছে তাকে ফুঁক দেওয়ার জন্যও মসজিদে নিয়ে যাওয়ার শরীয়াতে অনুমতি নেই। যদি আপনি ছোট শিশু ইত্যাদিকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ভুল করে থাকেন তবে মেহেরবানি করে! দ্রুত তাওবা করে ভবিষ্যতে না আনার সংকল্প করে নিন। তবে হ্যাঁ! ফিনায়ে মসজিদ (মূল মসজিদের বাইরের অংশ) যেমন; ইমাম সাহেবের হুজরায় শিশুদেরকে নিয়ে যাওয়া যাবে যদি মসজিদের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে না হয়।

উচ্চারণ বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি

প্রশ্নঃ কথাবার্তায় বলা ভুল শব্দাবলী বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ শব্দাবলী বিশুদ্ধ করার জন্য নিজের নিকট অভিধান রাখা খুবই উপকারী। সাধারনত মার্কেটে বিদ্যমান অভিধান গুলোতে অর্থহীন ও কুফরী প্রবাদও থাকে। আহ! অভিধানের এমন

১. দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইয়াফসিদুস সালাত ওয়ামা ইয়ারুহু ফিহা, ২/৫১৮।

কোন কিতাব যদি থাকতো, যাতে অর্থহীন ও কুফরী ইত্যাদি নাই। তাছাড়াও শব্দের উচ্চারণ বিশুদ্ধ করার জন্য ফয়যানে সুন্নাত এবং মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত মাদানী রিসালা তাছাড়া আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব সমূহ মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করাও অতিশয় উপকারী, কেননা এই কিতাব ও রিসালায় শব্দের উচ্চারণের প্রতি খেয়াল রেখে যথাসম্ভব কঠিন এবং অপ্রসিদ্ধ শব্দাবলীতে ইরাব লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাত বা রিসালা থেকে দরস ও বয়ান করতে গিয়ে শব্দের উপর ইরাব থাকা সত্ত্বেও ভুল পাঠ করে থাকে, কেননা বহুদিন থেকেই মনের মাঝে গেঁথে থাকা ভুল উচ্চারণ সমৃদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করার অভ্যাস হয়ে গেছে, সুতরাং দরস ও বয়ানের প্রস্তুতি নেয়ার সময় শব্দের উপর লাগানো ইরাব অনুযায়ীই পাঠ করে উচ্চারণ বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করুন।

এমন অনেক উর্দূ শব্দ রয়েছে, যার হরকত পরিবর্তনে অর্থও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। শুধু উর্দূ ভাষায় বলা কিছু শব্দ লক্ষ্য করুন, যার উচ্চারণ সাধারনত লোকেরা ভুল করে থাকে যেমন; সাধারনত বলা হয় যে, "বা'হির" অথচ উর্দূ ভাষায় 'বা'হির' এর অর্থ হলো আলো সঠিক উচ্চারণ হলো "বা'হার"। অনুরূপভাবে "তাবারাকা ওয়া তায়ালা" কে "তাবারিকা ওয়া তায়ালা", "ঈদ মুবারাক" কে "ঈদ মুবারেক", মুর্শিদ কে মুর্শাদ, সৈয়্যিদ কে সৈয়্যাদ, মাদানী কে

www.dawateislami.net

মাদনী, মাইয়্যিত কে মাইয়্যাত, কিয়ামত কে কায়ামত, দুরুসত কে দারুসত, গালাত কে গালত, হুকম কে হুকাম, সবর কে সাবর, ইলম কে ইলাম এবং শুকর কে শুকার বলা হয়। অনুরূপভাবে নামের মধ্যে আবিদ কে আবাদ, ওয়াহিদ কে ওয়াহাদ বলা হয়। (এমনিভাবে বাংলাতেও উচ্চারণে অনেক ভুল করা হয়ে থাকে এবং তাও সঠিক করা প্রয়োজন।)

পীর ও মুর্শিদের ভালবাসা অর্জনের পদ্ধতি

প্রশ্নঃ মুরীদের স্থায়ীত্ব মুর্শিদের ভালবাসার মাঝে নিহিত, তাই এটা বলুন যে, মুর্শিদের ভালবাসা কিভাবে অর্জন করা যায়?

উত্তরঃ নিজের শরীয়াত সম্মত পীর ও মুর্শিদের ভালবাসা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম আপন পীর ও মুর্শিদের গুণাবলী ও উৎকর্ষতা জানার চেষ্টা করুন, কেননা এতে পীর ও মুর্শিদের ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। নিজেকে পীর ও মুর্শিদের প্রতি কু-ধারনা থেকে সর্বদা বিরত রাখার চেষ্টা করুন, কেননা পীরের প্রতি কু-ধারনা ধ্বংসের কারণ। যদি পীর ও মুর্শিদ সুন্নাত পরিপন্থি কোন কাজও করে তবুও কু-ধারনা মনের মাঝে আনবেন না, প্রথমতঃ যেই কাজ সে সুন্নাত মনে করে করছে তা কি আদৌ সুন্নাত নাকি নয়, যদি হয় তবে এটাও হতে পারে যে, পীর ও মুর্শিদের মনে ছিলো না বা এটাও হতে পারে যে, পীর সাহেব শরয়ী কোন অপারগতার কারণে এই সুন্নাতটি বর্জন করছেন, যেমন; যদি পীর সাহেব বাম হাতে পানি করছে, তবে তার

www.dawateislami.net

প্রতি কু-ধারনা করবেন না, কেননা হতে পারে যে, পীর সাহেবের ডান হাতে বড় কোন আঘাত রয়েছে, যার কারণে পানির গ্লাস উঠানো সম্ভব হচ্ছে না। অনুরূপভাবে যদি তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করেন তবুও কু-ধারনা করবেন না, হতে পারে যে, তিনি অযুর অবশিষ্ট পানি বা যমযমের পানি পান করছেন, কেননা এই দু'ধরনের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হয়, যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ সাধারনত দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরূহ বলে থাকে, অথচ অযুর পানির বিধান এমন নয় বরং তা দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে যমযমের পানিও দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত। এই দু'ধরনের পানি এই হুকুমের বাইরে এবং এতে হিকমত হলো যে, দাঁড়িয়ে যখন পানি পান করা হয় তখন তা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে (অর্থাৎ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চলে যায়) এবং তা ক্ষতিকর, কিন্তু এই দু'ধরনের পানি বরকতময় আর এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাবাররুক, সুতরাং এগুলো সমস্ত অঙ্গে চলে যাওয়া উপকারী।[১]

মুরীদের উচিৎ যে, নিজের অন্তরে পীরের ভালবাসা এমনভাবে বৃদ্ধি করা, যাতে মুরীদে কামিল হয়ে যায়। যদি কখনো পীর সাহেব কোন কারণ ছাড়াই ধমক দিয়ে বেরও করে দেয় তবুও তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা যেনো না কমে। নিজের পীর

১. বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৮৪, ১৬তম অংশ।

সাহেবের সহচর্যে অধিকহারে সময় অতিবাহিত করুন এবং তাঁর আনুগত্য করে তিনি যাই বলেন তার উপর আমল করুন। পীর তাঁর মুরীদকে শরীয়াতের অনুসারী হিসেবে দেখতে চায়, সুতরাং মুরীদের উচিৎ যে, সে যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়মিত নামায, জামাআতের অনুসারী, সুন্নাত অনুযায়ী মুখে দাঁড়ি, মাথায় পাগড়ী এবং সুন্নাত অনুযায়ী পোষাক পরিধান করে। অনুরূপভাবে যদি পীর সাহেব মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলায় সফর করাতে খুশি হয় তবে মুরীদের উচিৎ যে, সে যেনো প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে এবং প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দেয়ার অভ্যাস বানিয়ে নিন এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য জীবনে একবার একত্রে ১২মাস, প্রতি ১২মাসে একমাস এবং সারা জীবন প্রতিমাসে তিনদিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করুন। মুরীদের জাহির ও বাতিন এক হওয়া উচিৎ, এমন যেনো না হয় যে, পীর সাহেবের সামনে তো কান্নাকাটি করছো, মুহাব্বত দেখাচ্ছো এবং অনুপস্থিতিতে তার বিরুধীতা করছো। মোটকথা যদি মুরীদ নিজের পীরের ভালবাসায় সজ্জিত হয় তবে اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই তাঁর পীর ও মুর্শিদের ফয়য ও বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ হবে।

"ইনফিরাদী কৌশিশ" এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

প্রশ্নঃ "ইনফিরাদী কৌশিশ" কাকে বলে?

উত্তরঃ এক বা একাধিক (অর্থাৎ দু'জন বা তিনজন) ইসলামী ভাইকে আলাদাভাবে বুঝাতে গিয়ে তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়াকে "ইনফিরাদী কৌশিশ" বলা হয় অন্যদিকে অসংখ্য ইসলামী ভাইয়ের সামনে দরস ও বয়ান করে তাদের নেকীর দাওয়াত দেয়াকে "ইজতিমায়ি কৌশিশ" বা সম্মিলিত প্রচেষ্টা বলা হয়। "ইনফিরাদী কৌশিশ" দ্বীনের প্রসার এবং নেকীর দাওয়াতের প্রাণ আর তা সর্বদা, উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, সফরে ও অবস্থানে মোটকথা সব জায়গায় হতে পারে এবং এটা "সম্মিলিত প্রচেষ্টা"র চেয়ে অনেকগুণ বেশি প্রভাবময় হয়ে থাকে। অনেক দেখা গেছে যে, বছরের পর বছর ইসলামী ভাই ইজতিমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করছে এবং মাদানী কাফেলার উৎসাহ শুনে আসছে কিন্তু এরপরও মাদানী কাফেলায় সফর করতে পারে না, তবে যখন কেউ "ইনফিরাদী কৌশিশ" করে তাকে মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দেয় তখন সে মাদানী কাফেলায় সফর করতে সফল হয়ে যায়। "সম্মিলিত প্রচেষ্টা" এর বিপরীতে "ইনফিরাদী কৌশিশ" করা অনেক সহজও, কেননা অসংখ্য ইসলামী ভাইয়ের সামনে বয়ান করা প্রত্যেকের কাজ নয় আর "ইনফিরাদী কৌশিশ" শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সবাই করতে পারে, তারা বয়ান করতে পারুক বা না পারুক।

www.dawateislami.net

"ইনফিরাদী কৌশিশ" করার পদ্ধতি

প্রশ্নঃ "ইনফিরাদী কৌশিশ" করার পদ্ধতিও জানিয়ে দিন।

উত্তরঃ "ইনফিরাদী কৌশিশ"কারীদের জন্য মিশুক এবং কল্যাণকামী হওয়া খুবই জরুরী, কেননা মিশুক এবং কল্যাণকামী হওয়া "ইনফিরাদী কৌশিশ" এর প্রাণ। যদি মিশুক না হয় তবে "ইনফিরাদী কৌশিশ" করতে পরিপূর্ণভাবে সফল হতে পারবে না। এভাবে বুঝে নিন যে, "ইনফিরাদী কৌশিশ" করা শরবত তৈরী করার ন্যায়। এতে মধুর মতো মিষ্টি হওয়া উচিৎ, মুচকী হাসির পেস্তা এবং বাদামও দিতে হবে, যদি শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে সম্বোধিত ব্যক্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠে আলতো করে চাপও দিন। মোটকথা কৌশল অবলম্বন করে এমনভাবে "ইনফিরাদী কৌশিশ" করুন যেনো সম্বোধিত ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে "ইনফিরাদী কৌশিশ" কারীদের সময় ও অবস্থা অনুযায়ী মিশুক হওয়ার পাশাপাশি কল্যাণকামীও হওয়া উচিৎ। "ইনফিরাদী কৌশিশ" করার সময় যদি কাউকে উদাস হতে দেখা যায় বা তার থেকে দুঃখজনক সংবাদ শুনেন তবে সাথেসাথেই আপনার চেহারায়ও ব্যথীত এবং দুঃখের প্রভাব এসে যাওয়া উচিৎ, যেমন; সম্বোধিত ব্যক্তি বললো যে, আমার মা অসুস্থ, ডাক্তাররা ক্যান্সার বলছে তবে আপনার উচিৎ যে, তাকে সান্তনা দেয়া, মুখে এমন বাক্য বলুন যা তার জন্য

www.dawateislami.net

প্রশান্তিময় এবং সাহস সঞ্চারক হয় আর তার আম্মার সুস্থতার জন্য দোয়াও করুক যে, **আল্লাহ পাক** আপনার আম্মাকে আরোগ্য দান করুন এবং আপনার সকল চিন্তা দূর করুক। অতঃপর তাকে মাদানী পরামর্শ দিন যে, আপনি আপনার আম্মার সুস্থতার জন্য **আল্লাহ**র পথে সফরকারী আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করে দোয়া করুন, কেননা মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যেমনটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: তিন ধরনের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, এর কবুলিয়্যতে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই: (১) মজলুমের দোয়া (২) মুসাফিরের দোয়া (৩) পিতার (মাতার) দোয়া তার সন্তানের জন্য।[১]

মা জু বিমার হো ইয়া ওহ নাচার হো,
রঞ্জ ও গম মাত করেঁ কাফেলে মে চলো।
রব কে দর পর ঝুকেঁ ইলতিজায়েঁ করেঁ,
বাবে রহমত কে লিয়েঁ কাফেলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

"ইনফিরাদী কৌশিশ" করা সুন্নাত

প্রশ্ন: "ইনফিরাদী কৌশিশ" করা কি আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে প্রমানিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং স্বয়ং আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "ইনফিরাদী কৌশিশ" করেছেন। হজ্বের সময় আমাদের

১. তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৮০, হাদীস নং-৩৪৫৯।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং মীনা শরীফের এক একটি তাবুতে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে নেকীর দাওয়াত ইরশাদ করতেন। তাঁর "ইনফিরাদী কৌশিশ" এ অনেক সাহাবায়ে কিরাম رِضْوَانُ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين ঈমানের দৌলত দ্বারা ধন্য হন, যেমন; পুরুষের মধ্যে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঈমান আনয়ন করেন, মহিলাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ঈমান আনয়ন করেন, শিশুদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم ঈমান আনয়ন করেন।[১]

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও তাঁর বোন, ভগ্নিপতি এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর "ইনফিরাদী কৌশিশ" দ্বারা ঈমানের দৌলত লাভ করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদিন প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে খোলা তরবারি নিয়ে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যে, আজ আমি এই তরবারি দ্বারা ইসলামের পয়গম্বরকে শহীদ করে দিবো। ঘটনাক্রমে পথে হযরত সায়্যিদুনা নুআঈম বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো। তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর ইসলাম সম্পর্কে জানতেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে ওমর! এই ভর দুপুরের গরমে খোলা তরবারি নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? বলতে

১. তারিখুল খোলাফা, ২৬ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

লাগলেন যে, আজ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে শহীদ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছি। তিনি বললেন: প্রথমে আপনার ঘরের খবর নিন। আপনার বোন "ফাতিমা" এবং আপনার ভগ্নিপতি "সাঈদ বিন যায়িদ"ও তো মুসলমান হয়ে গেছেন। একথা শুনে তিনি বোনের বাড়িতে পৌঁছলেন এবং দরজায় কড়া নাড়লেন। ঘরের ভেতর কয়েকজন মুসলমান লুকিয়ে কোরআন পাঠ করছিলো। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আওয়াজ শুনে সবাই ভয় পেয়ে গেলো এবং কোরআনের পৃষ্ঠা ছেড়ে এদিক সেদিক লুকিয়ে গেলো। বোন উঠে দরজা খুললে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চিৎকার করে বললেন: হে আমার প্রাণের শত্রু! তুমিও কি মুসলমান হয়ে গেছো? অতঃপর নিজের ভগ্নিপতি হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়িদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁর দাঁড়ি ধরে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন আর বুকের উপর বসে মারতে লাগলেন। তাঁর বোন হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর স্বামীকে বাঁচানোর জন্য দৌড়ে এলে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে এমন জোরে থাপ্পড় মারলেন যে, তাঁর চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। বোন স্পষ্টভাবে বলে দিলো: হে ওমর! শুনে নাও, তোমার যা ইচ্ছা করতে পারো, কিন্তু এখন ইসলামকে মন থেকে বের করতে পারবো না। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বোনের রক্তে রঞ্জিত চেহারা দেখলেন এবং তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অবিচল বাক্য শুনে তাঁর মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং

একেবারে নম্র হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন: আচ্ছা তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকেও দেখাও। বোন কোরআনের পৃষ্ঠা সামনে রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি যখন এই আয়াতে পরলো:

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝۱

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ**র পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমানগুলো ও যমীনে রয়েছে এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

এই আয়াতের এক একটি শব্দ সত্যতার প্রভাবময় তীর হয়ে হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যেতে লাগলো এবং শরীরের এক একটি লোম কাঁপতে লাগলো। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনো।

তখন একেবারেই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে অসহায় ভাবে বলে উঠলেন: "اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْ لُ اللّٰه" তখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আরকাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন, হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বোনের ঘর থেকে বের হয়ে সোজা হযরত আরকাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ঘরে পৌঁছে গেলেন তখন দরজা বন্ধ পেলেন, কড়া নাড়লেন, ভেতর থেকে লোকেরা দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ খোলা তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লোকেরা ঘাবড়ে গেলো এবং কারো দরজা

www.dawateislami.net

খোলার সাহস হলো না কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উচ্চ আওয়াজে বললেন: দরজা খুলে দাও এবং ভেতরে আসতে দাও, যদি ভাল নিয়্যতে আসে তবে তাকে স্বাগত জানানো হবে অন্যথায় তারই তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ভিতরে কদম রাখলে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বয়ং অগ্রগামি হয়ে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাহু ধরে ইরশাদ করলেন: হে খাত্তাবের সন্তান! তুমি মুসলমান হয়ে যাও। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উচ্চ আওয়াজে বললেন: "اَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّكَ رَسُوۡلُ اللّٰه" **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুশিতে উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর বললেন এবং উপস্থিত সকলে উচ্চস্বরে اَللّٰہُ اَکۡبَرُ এর শ্লোগান দিলেন যে, মক্কায়ে মুকাররমার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا পাহাড়ে গুঞ্জন করে উঠলো।[১]

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই প্রিয় সুন্নাত আদায় করে আমাদের সাহাবায়ে কিরাম رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین ও বুযুর্গানে দ্বীনগণরাও رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الۡمُبِيۡن "ইনফিরাদী কৌশিশ" অব্যাহত রাখেন এবং দ্বীন ইসলামের বার্তাকে সারা দুনিয়ায় প্রসার করেন। আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈমান আনয়ন করতেই ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করে দেন। তাঁর "ইনফিরাদী কৌশিশ" এ এমন পাঁচজন সাহাবায়ে কিরামও رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین ঈমানের দৌলত লাভ করেন যাঁরা আশারায়ে মুবাশশরার অন্তর্ভুক্ত। যাঁদের নাম হলো: (১) হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (২) আমীরুল মুমিনিন হযরত

১. শরহে যুরকানী, ইসলামুল ফারুক, ২/৫-৮।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (৩) হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (৪) হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (৫) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ।[১]

হীনমন্যতা ও সংকোচ বোধের প্রতিকার

প্রশ্নঃ ইনফিরাদী কৌশিশ করার সময় হীনমন্যতা ও সংকোচ অনুভূত হয়, তখন কি করা উচিৎ?

উত্তরঃ ইনফিরাদী কৌশিশ করার সময় দৃষ্টি উপকরণের পরিবর্তে উপকরণের সৃষ্টিকর্তার (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** প্রতি) রাখুন। নিজের অক্ষমতা ও অনুপযুক্ততার প্রতি দৃষ্টি রেখে মনে মনে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করুনঃ "হে **আল্লাহ পাক**! আমার না রঙ আছে না আছে, রূপ আর না আছে কথা বলার কোন ধরণ, ব্যস **তুমিই** অন্তর সমুহকে প্রত্যাবর্তনকারী, এই লোকদের অন্তরও তোমার আনুগত্যের প্রতি ফিরিয়ে দাও।" এমন অনেক ইসলামী ভাই রয়েছে, যাদের আসলেই কথা বলার তেমন যোগ্যতা থাকে না কিন্তু বড় বড় লোকদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে নিয়ে আসে আর অনেক ইসলামী এমনও রয়েছে, যারা সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে কিন্তু এরপরও কাউকেও মাদানী পরিবেশে আনতে পারে না। তাই যখনই কাউকে নেকীর দাওয়াত দিবেন তবে নিজের ভাল বলার ক্ষমতায় গর্ব করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের**

১. আল বাদায়া ওয়ান নাহায়া, ফসলু ফি যিকরি আওয়ালু মান আসলাম..., ২/৩৬৮।

www.dawateislami.net

সাহায্য এবং **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখুন, اِنْ شَآءَ الله আপনার সংকোচ বোধ এবং হীনমন্যতা দূর হয়ে যাবে।

মা'ইয়ুস কিউঁ হো আসিয়োঁ! তুম হোচলা রাখো,
রব কি আতা সে উন কা করম হে সভী কে সাথ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

"মাদানী পরিবেশ" এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং ছেড়ে দেয়ার কারণ সমূহ

প্রশ্নঃ ইসলামী ভাইদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অতঃপর মাদানী পরিবেশ ছেড়ে দেয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকত দৃশ্যমান। এই বরকত সমূহ অর্জন করা, উত্তম সহচর্য অবলম্বন, মন্দ সহচর্য থেকে পিছু ছাড়ানো, নামাযের অভ্যস্ত বানানো, সুন্নাত অবলম্বন করা, নেকীর অভ্যাস গড়া, গুনাহের ভয়াবহতা থেকে নিজেকে বাঁচানো, নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য ইসলামী ভাইয়েরা মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। শয়তান যখন দেখে যে, তাদের মাদানী পরিবেশের অনেক বরকত অর্জিত হচ্ছে, তাদের দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যাচ্ছে তখন সে তাদেরকে মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টায় লেগে যায়, অবশেষে নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় অনেক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায়।

www.dawateislami.net

(শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) ইসলামী ভাইদের মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটি বড় কারণ হলো কিছু মূর্খ ইসলামী ভাইয়ের অনিচ্ছাকৃত অলসতা যে, ইসলামী ভাইয়েরা একে অপরের দুঃখ কষ্ট এবং আনন্দ ও শোকের সময় অংশগ্রহণ করে না। যদি আপনি কারো বিবাহ ইত্যাদি খুশির সময়ে না যান তবে এত কিছু অনুভব হবে না কিন্তু দুঃখের সময়ে না গেলে তা অনেক অনুভব করা হয়। অনুরূপভাবে অনেক ঘটনা রয়েছে যে, সেই ইসলামী ভাই যে অনেকদিন ধরে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আছে, তার কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়েরা অংশগ্রহণ না করাতে সে মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেছে। পাঞ্জাবের একটি শহর থেকে আমার নিকট চিঠি এলো, যাতে চিঠি প্রেরণকারী ইসলামী ভাই লিখেন যে, আমার পিতার ইন্তিকাল হলে আমি এলাকার যিম্মাদারকে অবহিতও করি কিন্তু তবুও যিম্মাদার তো দূরের কথা কোন একজন ইসলামী ভাইও অংশগ্রহণ করেনি। আমার মন আপনাদের দ্বারা একেবারেই ভেঙ্গে গেছে, এখন আমার আপনাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! একজন ইসলামী ভাইয়ের পিতার মৃত্যুতে ইসলামী ভাইদের অংশগ্রহণ না করার কারণে তার মন ভেঙ্গে গেলো এবং সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেলো। প্রত্যেক ইসলামী

ভাইদেরকে একে অপরের দুঃখ কষ্ট এবং আনন্দ শোকে অংশগ্রহণ করা উচিৎ। যদি কোন ইসলামী ভাই অসুস্থ হয়ে যায় তবে তাকে দেখতে যান, তার কোন আত্মীয় মারা গেলো এবং কোন শরয়ী অপারগতা না থাকলে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন। দুঃখের সময় ধর্মীয় লোকদের বেশি প্রয়োজন হয়, সাধারনত এর প্রতি মনযোগ দেয়া হয় না। জানাযার নামায ছাড়াও কাফন ও দাফন ইত্যাদিতেও ধর্মীয় লোকের প্রয়োজন হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং এরও অনেক পূর্বেও যখন কারো ইন্তিকাল হতো এবং আমি জানতে পারতাম তবে আমি গোসল, কাফন এবং দাফনেও স্বতস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করতাম। আপনারাও নিজের আখিরাতকে সুন্দর বানাতে, নেকী অর্জন করতে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ সারা দুনিয়ায় প্রসার করার প্রেরনায় যেখানেই আশিকানে রাসূলের কেউ ইন্তিকাল হওয়ার খবর পাবেন যদিও তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত নাও হয় তবুও স্বতস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। আপনারা স্বয়ং দেখবেন যে, মৃতের পরিবার পরিজনরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি কিভাবে প্রভাবিত হয়ে اِنْ شَآءَ الله মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে এবং এভাবেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে মদীনার বারটি চাঁন্দ লেগে যাবে।

মকবুল জাহাঁ ভর মে হো "দা'ওয়াতে ইসলামী",
সদকা তুঝে এ্যয় রব্বে গাফফার! মদীনে কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

اللہ

صلّوا علی الحبیب ! صلی اللہ تعالیٰ علیٰ محمد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:
যদি সংশোধন হতে চাও তবে মাদানী ইনআমাত
মজবুতভাবে আকড়ে ধরো।

মদীনা

বাক্বী

১৮ মুহাররম ১৪৩৭ হিজরি

الله

صلوا على الحبيب

صلى الله تعالى على محمد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:
ঐ বান্দা বড় সৌভাগ্যবান, যে তার অবসর সময় লাভ করতেই দরূদ শরীফ পাঠ করা শুরু করে।

صلوا على الحبيب !
صلى الله تعالى على محمد

মদীনা
বাক্বী

১৭ মুহাররম ১৪৩৭ হিজরি
মৃত্যু

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❁ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার বাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস। গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net